টিএফএ-র

টিএফএ। এছাড়া জেলা স্তরে প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া

হবে ৫ হাজার টাকা করে। দইটি

প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দল

৩০ হাজার টাকা এবং

রানার্সআপ দল ২০ হাজা

টাকা করে পাবে। এদিনের

বৈঠকে বেশ কিছু কমিটিও

গঠন করা হয়েছে। শুধুমাত্র

পদ্মজং এবং প্লেয়ার্স স্টেটা

কমিটি গঠন করা হয়নি। লিগ

কমিটি, মহিলা কমিটি, রাখাল

স্মৃতি নকআউট কমিটি ছাড়াও

্ মহিলা নির্বাচক কমিটি, পুরুষ

নির্বাচক কমিটি গঠন কর

হয়েছে। লিগ কমিটির সচিব

হয়েছেন মনোজ দাস, রাখাল

স্মৃতি নকআউট কমিটির সচিব

হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার, মহিলা

কমিটির সচিব হয়েছেন পার্থ

সারথী গুপ্ত। এছাড়া মহিলা

নির্বাচকমণ্ডলীতে সভাপতি

অমিত দেব এবং সচিব পার্থ

হয়েছেন কৃষ্ণ সরকার। এদিনের

বৈঠকে গভর্নিং বডির প্রায় ৪৪

জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

নিৰ্বাচকমণ্ডলীতে সচিব

মহকুমার প্রায় ১৩ জ

প্রতিনিধি ছিলেন বৈঠকে

রতন সাহা। এছাডা সচিব

পৌরোহিত্য করেন সভাপতি

অমিত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা

সারথী গুপ্ত, পুরুষ

স্কুল ক্রীড়ায় রাজ্য দলে সুযোগ পাবে

না খেলোয়াডরা। অনেক স্বশাসিত

ক্রীড়া সংস্থাই অনেক

প্রতিবন্ধকতাকে সামলে বিভিন্ন

জাতীয় আসরে দল পাঠায়। এই

মহিলাদের ক্রিকেটে শতকের সেরা বল?

খা পাভেকোনয়ে হহচহ

টি-টোয়েন্টি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার পর অস্টেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে গেল ভারতের মহিলা দল। তবে ম্যাচ ছাপিয়েও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এল শিখা পাল্ডের একটি বল। অস্টেলিয়ার ব্যাটসম্যান অ্যালিসা হিলিকে দরস্ত একটি বলে বোল্ড করে দেন শিখা, যা নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে হইচই পড়ে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের প্রথম ওভারেই হিলিকে ফিবিয়ে দেন শিখা।বল মাটিতে পড়ে অনেকটা ঘরে হিলিকে সম্পর্ণ বোকা

ফের বদল

পাকিস্তান দলে.

এ বার দলে ৩৯

বছরের 'বুড়ো'

টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের আশায়

রাখছে পাকিস্তান। চোটের জন্য

পড়লেন সোহেব মাকসুদ। তাঁর

'বুড়ো'দের উপরেই ভরসা

১৫ জনের দল থেকে বাদ

বদলে দলে এলেন ২০০৯

সালে পাকিস্তানকে টি২০

হয়ে ১১৬টি টি২০ ম্যাচ

বিশ্বকাপ জেতানো অধিনায়ক

শোয়েব মালিক। পাকিস্তানের

খেলেছেন শোয়েব। তাঁর ব্যাট

থেকে এসেছে ২৩৩৫ রান। বল

হাতে নিয়েছেন ২৮টি উইকেট।

রাখছে পাকিস্তান। ১০ অক্টোবর

নিয়ে এসেছে পাকিস্তান। এ বার

অবধি টি২০ বিশ্বকাপের দলে

বদল করার সুযোগ রয়েছে।

প্রাক্তন অধিনায়ক সরফরাজ

আরও এক প্রাক্তন

অধিনায়ককে দলে আনল

তারা।পাকিস্তান ক্রিকেট

হয়েছিল, "ক্রিকেটারদের

পারফরম্যান্স দেখে এবং

দলের সঙ্গে কথা বলে ফাখর

জামান, হায়দার আলি এবং

সরফরাজ আহমেদকে ১৫

জনের দলে নেওয়া হল।

১৫ জনের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে খুশদিল শাহ.

হাসনাইনকে। চোটের জন্য অনিশ্চয়তা ছিল মাকস্দকে নিয়ে। তাঁর পরিবর্তও ঘোষণা

করে দিল পাকিস্তান। ২৪

প্রথম ম্যাচ পাকিস্তানের

সেই ম্যাচ দিয়েই শুরু হবে

তাদের টি২০ বিশ্বকাপ সফর

অভিজ্ঞতার উপরেই ভরসা



সঙ্গে সঙ্গেই ওই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যায় নেটমাধ্যমে। ওয়াসিম জাফবেব মতো প্রাক্তন ক্রিকেটাব একে মহিলাদের ক্রিকেটে 'শতকের সেরা বল' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

জাফরের টুইট, 'শতকের সেরা বল মহিলাদের ক্রিকেটে। মাথা নিচু করে কর্নিশ শিখা পান্ডেকে'।শনিবার টসে হেরে ব্যাট করতে হয় ভারতকে।

মন্ধানা (১), শেফালি বর্মা (৩) জেমাইমা রদ্রিগেস (৭) কেউ দাঁডাতে পারেননি। একা লডে যাচ্ছিলেন হরমনপ্রীতই (২৮)। শেষ দিকে পজা বস্ত্বকরের ২৬ বলে ৩৭ রানের ইনিংসের সৌজন্যে নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেটে ১১৮ তোলে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরাও খুব একটা আহামরি খেলতে পারেননি।কিন্তু বেথ মুনি (৩৪) এবং শেষ দিকে তাহলিয়া ম্যাকগ্রাথের অপরাজিত ৪২ রানের সৌজন্যে শেষ ওভারে চার উইকেট বাকি

টি-টুয়েন্টি ক্রিকেটে সব চেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড

শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর।। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ভারতীয়দের মধ্যে টি২০ ক্রিকেটে সব চেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন পীযুষ চাওলা। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে অভিষেক ম্যাচেই মহম্মদ নবির উইকেট নিযে এই কীতি গড়লেন

হিসেবে টি২০ ক্রিকেটে সব বেশি উইকেটের মালিক পীযূষ। লেগ স্পিনার অমিত শীর্ষে ছিলেন ২৬২টি উইকেট নিয়ে। তিনি খেলেছেন ২৩৬টি ম্যাচ। পীয়্য খেলেছেন ২৪৯টি ম্যাচ।ভারতের হয়ে মাত্র তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন পীযুষ। নিয়েছেন সাতটি উইকেট। আন্তর্জাতিক তিনি।অমিত মিশ্রকে টপকে মঞ্জে সাতটি টি১০ মাচে খেলে ২৬৩টি উইকেট নিয়ে ভারতীয় চারটি উইকেট নিয়েছেন তিনি। শেষ হয়ে যায় ১৯৩ রানে

একদিনের ক্রিকেটে ২৫টি ম্যাচ খেলে ৩২টি উইকেট নিয়েছেন আফুগানিস্থানের মুহম্মদ নবি। আইপিএল-এ এক ইনিংসে পাঁচটি ক্যাচ নিয়ে নতুন রেকর্ড গড়লেন তিনি হোয়দরাবাদের বিরুদ্ধে জিতেও পারেনি পীযূষের মুম্বই। প্রথমে ব্যাট করে ২৩৫ করে মম্বই। হায়দরাবাদ

টি ২০ বিশ্বকাপের জন্য ওপেনার বেছেনিয়েছেন বিরাট কোহলি

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর।। টি২০ বিশ্বকাপের জন্য তাঁকে ওপেনার হিসেবে তৈরি থাকতে বলেছেন স্বয়ং কিষাণ। মৃদ্ধই ইন্ডিয়াল বনাম বলে ৮৪ রান করেন তরুণ উইকেটরক্ষক। তাঁর বিধ্বংসী ইনিংস টি২০ বিশ্বকাপের আগে স্বস্তি দেবে ভারতকে। মুম্বাইয়ের ইনিংস শেষে ঈশান বলেন, "খুব সহজ পরিকল্পনা ছিল। মাঠে নামো, নিজের সেরা খেলাটা খেলো। আমরা জানতাম ২৫০ রানের উপর করতে হবে।

সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু প্রতিপক্ষেব বোলিংযের উপর চেপে বসতে চেয়েছিলাম। ক্রিকেট খব বিরাট কোহলী। জানালেন ঈশান মজার খেলা, যে কোনও কিছ হতে পারে। প্রথম বল থেকেই তাই মারতে চেয়েছিলাম।"আগের ম্যাচে অর্ধ শতরান করেছিলেন ঈশান। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে তাই ওপেনিংয়ে নামানো হয় তাঁকে। ঈশান বলেন, "দলের হয়ে ওপেন করতে নামলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। আমি প্রথম বল থেকেই খুব ইতিবাচক ছিলাম। বল দেখব, মারব। সেটা ওরা বলেছে। টি২০ বিশ্বকাপে আমি জানি মাঠের যে কোনও

ঠিক মতো লাগলেই যে ছন্দ পেয়ে যাব, সেই বিষয়ে আত্মবিশ্বাস ছিল।"টি২০ বিশ্বকাপে ঈশানকে ওপেনার হিসেবেই দলে নেওয়া হয়েছে। ম্যাচ শেষে ঈশান বলেন. "কোহলি, যশপ্রীত বুমরার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। হার্দিক পাণ্ড্য ত্রুনাল পাণ্ড্যও আমাকে খ্ব সাহায্য করেছে। সবাই বলেছে আমি শিখছি। আইপিএল-এই যাতে আমি শিখে নিতে পারি

াঞ্কেট প্রস্তাত বিদের

মহিলা ক্রিকেটারদের প্রস্তুতি শুরু লক্ষ্যে দল বাছাইয়ের কাজও সম্পন্ন হয়েছে।শনিবার থেকে শুরু হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি। অনধর্ব ১৯ দল এবার সেভাবে দলে ১০০ শতাংশ ক্রিকেটারই ছিল হয়ে জাতীয় আসরে অংশগ্রহণ কবেছে। তারপরও তারা তাদের সাধ্য অনুযায়ী লড়াই করেছে। তবে সিনিয়ব দলেব ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতা

আগরতলা, ৯ অক্টোবর ঃ সিনিয়র

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। অনুধর্ব ১৯ পর্যায় থেকে সিনিয়র পর্যন্ত অসংখ্য হয়েছে। আসন্ন জাতীয় মরশুমের ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের। সূতরাং অনভিজ্ঞতা তাদের কাছে কোন ফ্যাক্টর নয়। তবে ঘটনা হলো, একটা সময় জাতীয় মহিলা ক্রিকেটে রাজ্য দল সফলতার মখ দেখেনি। অবশ্য এই জাতীয় ক্ষেত্রে বেশ সমীহ জাগানো জায়গায় পৌছে গেলেও বর্তমানে সেই জায়গাটা ধরে রাখতে পারেনি। নতুন ক্রিকেটার উঠে আসার সংখ্যাটাও কম। একটা সময় ভিনরাজ্যের কোচ অঞ্জু জৈন রাজ্যে এসে সোনা ফলিয়ে ছিলেন। অসংখ্য ক্রিকেটার উঠে এসেছিল তার

ক্রিকেটে র্যাঙ্কিং-এ চার নম্বরে উঠে এসেছিল ত্রিপুরা। এরপর থেকে ক্রমশঃ নামার পালা শুরু হয়েছে। যা এখনও অব্যাহত। মুম্বাই, বরোদা, কর্ণাটকের মতো দলগুলিকে এক সময় বলে বলে হারাতো ত্রিপুরা। এখন ওড়িশার মতো দলের কাছেও হারতে হয়। অর্থাৎ অন্যান্য রাজ্যগুলি যত দ্রুত এগিয়েছে ত্রিপুরা তত দ্রুত পিছিয়েছে। এই বছর নতুন উদ্যমে শুরু করতে চাইছে মেয়েরা। তার প্রস্তৃতি শুরু হলো এদিন থেকে চেষ্টা করেও ভিনরাজ্যের কোচ

স্কুল ক্রীড়ার বিগ বাজেটই আসল লক্ষ্য ?

ব্লুক, মহকুমা, জেলার আসর বেখবর রাজ্য আসর নিয়ে মাতামাতি স্পোর্টস বোর্ডে

আগরতলা, ৯ অক্টোবর ঃ টাকার অভাবে ধুঁকছে রাজ্য ক্রীড়া পর্যদ। আর সরকারি অনদানের অভাবে রাজ্যের স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাণ্ডলিতে তালা পডার উপক্রম। যদিও ক্রীড়া দফতরের অধীনেই রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ এবং তবে গোটা ঘটনায় ক্রীড়া দফতর বাজ্য ক্রীড়া পর্যদেব অধীনে তার দায় এড়াতে পাবে না। দই রাজ্যের ৩২টি স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থা। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, ক্রীড়া দফতরের অধীনে থাকা ক্রীড়া পর্যদ এবং স্থশাসিত ক্রীডা সংস্থাগুলি যখন চরম অর্থ সংকটে তখন বিপরীত চিত্র ক্রীড়া দফতরের অধীনে থাকা ত্রিপুরা স্কল স্পোর্টস বোর্ডের। দেখা যাচেছ. প্রতি বছর কোটি টাকার উপর বাজেট বরাদ্দ পাচ্ছে ত্রিপরা স্কল স্পোর্টস বোর্ড। গত অর্থ বছরে স্কুল স্পোর্টস বোর্ডে নাকি কোটি হচ্ছে। সুতরাং স্কুল ক্রীড়ার ব্লক,

তো বিশাল অঙ্কের টাকা খরচও করতে পারেনি স্কুল স্পোর্টস বোর্ড। অভিযোগ, গত বছর দুই মাসের মধ্যে স্কুল ক্রীড়ার বিভিন্ন আসরের আয়োজনে লক্ষ লক্ষ টাকা নাকি গায়েব করা হয়েছে। এবারও নাকি সেই পরিকল্পনা। মাস আগে রাজনৈতিকভাবে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড গঠন করা হলেও জেলা, বুক, মহকুমা কমিটিই গঠন হয়নি সংবাদ লেখা পর্যস্ত। এখানে অভিযোগ, ক্রীডা প্রশাসন এবং শাসক দলের একটা অংশ নিজেদের স্বার্থে তড়িঘড়ি ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড গঠন করে নেয়। এর পেছনে নাকি আসল খেলা হচ্ছে টাকা। ত্রিপরা

হচ্ছে, ব্লক, মহকুমা, জেলাভিত্তিক খেলার দিনক্ষণ ঘোষণা না করেই আগাম রাজাভিত্তিক আসরের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এখানে নাকি টার্গেট টাকা। এদিকে, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের নাকি নির্দেশ ছিল যে, ১০ অক্টোবরের মধ্যেই সমস্ত বুক, মহকুমা এবং জেলা স্তরের খেলার সূচি তৈরি করে পাঠাতে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, যেখানে কোন নির্বাচিত কমিটিই নেই সেখানে কারা তৈরি করবে ত্রীডা সচিং এছাডা ১০ অক্টোবরের মধ্যে রক. মহক্মা. জেলা স্তরের ক্রীড়া সূচি জমা দেওয়ার কথা থাকলেও ৯ এবং ১০ আক্টোবব অফিস বন্ধ। এছাডা ১২

অক্টোবর থেকে পজার ছটি শুরু

মহকমা ও জেলা আসর নিয়ে প্রশ্ন তো পজার ছটিতে বন্ধ হয়ে যাবে অফিস ও স্কুলগুলি।

উঠলো। মনে করা হচ্ছে, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বিশাল অঙ্কের বাজেটই টার্গেট। তাই রক. মহকুমা বা জেলা স্তরের খেলার আগেই রাজ্য আসরের প্রস্তুতি। বিভিন্ন জেলা স্পোর্টস বোর্ডের দায়িত্বে আপাতত যারা তাদের বক্তবা, নতন কমিটি না হওয়া পর্যন্ত তাদের পক্ষে ক্যালেন্ডার তৈরি করা সমস্যা। কেননা আজ ক্যালেন্ডার হলে কাল যদি নতুন কেউ দায়িত্বে আসে তাহলে সেই খেলা নাও করতে পারে ওই সময়ে। এখন দেখার, সোমবার অর্থাৎ ১১ অক্টোবর ক্রীড়া প্রশাসন বিশেষ কোন পদক্ষেপ নেয় কি না। কেননা তার পর

বিভিন্ন কমিটি প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, গঠিত হলো আগরতলা, ৯ অক্টোবর ঃ বেশ কয়েক দফা সংশোধনের পর প্রতিবাদী কলম ক্রীডা

অবশেষে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ বোর্ড যে ক্রীড়া সূচি তৈরি করেছে **অক্টোবর ঃ শ**নিবার টিএফএ-র তা রাজ্যের ক্রীড়া মহলে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। একেবারে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে পরিকল্পনাহীন বেশ কিছু কমিটি গঠিত অ-খেলোয়াড়চিত ক্রীড়া সূচি। হয়েছে। পাশাপাশি শশধর স্মৃতি এমনটাই মনে করছে ক্রীড়া মহল ফুটবল নিয়েও বিস্তারিত বুক, জেলা এবং রাজ্যভিত্তিক আসরের জন্য যে সময় বাছাই রাজ্য স্তরে শশধর দত্ত স্মৃতি করেছে স্কুল স্পোর্টস বোর্ড সেই ফটবলের পাশাপাশি অনুর্ধ্ব ১৯ সময়টা নিয়েই ক্রীড়া মহলে ক্ষোভ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত পূজার পরই স্কুলগুলিতে বার্ষিক হবে। প্রথমে ঠিক ছিল, অনূর্ধ্ব পরীক্ষা শুরু হবে। এরপর নভেম্বর ১৪ পর্যায়ে এই আসর হবে। মাস জড়ে হবে স্কল ক্রীড়া। আর তবে যেহেতু এআইএফএফ-র জাতীয় স্তরের বিভিন্ন আসরও নতন নির্দেশিকায় ভ্যাক্সিনের মূলতঃ নভেম্বর মাস থেকেই শুর দুইটি ডোজ না নেওয়া থাকলে হয়।ফলে ক্রীড়াবিদ থেকে শুরু করে কোন ফুটবলার মাঠে নামতে তাদের কোচ এবং অভিভাবকরা পারবে না। তাই অনুর্ধ্ব ১৪-র বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। স্কুল ক্রীড়া পরিবর্তে অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল আসরে অংশগ্রহণ করবে না জাতীয় প্রতিযোগিতা হবে। এই দইটি আসরে অংশগ্রহণ করবে? স্কুল আসরের জন্য মহকুমাগুলিকে ক্রীডায় অংশগ্রহণ না করলে

বছর তাদের পক্ষে জাতীয় আসরে দল পাঠানো কতটা সম্ভব হবে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। পর্যদ এবং পরিচালিত এক কোচিং সেন্টারের কোচ বলেছেন যে, কোন যুক্তিতে স্কুল স্পোর্টস বোর্ড নভেম্বর মাসে স্কুল ক্রীড়ার ঠাসা সূচি তৈরি করেছে? কারণ এই সময়ে জাতীয় ফেডারেশনগুলি তাদের জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতাও শুরু করে। সূচি এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে স্কুল ক্রীড়ার পাশাপাশি জাতীয় স্তরের আসরগুলিতেও রাজ্যের খেলোয়াড়রা খেলতে পারে। এক পিআই জানিয়েছেন, সচিটা তৈরি করেছেন স্কল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব এবং যুগ্মসচিব মিলে। এদেরকে নাকি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, স্পোর্টস স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এসডিএফআই পরিচালিত জাতীয় সচি তৈরি করতে হবে। সচিব বা

করেননি। ফলে বছরের কোন সময়ে জাতীয় আসর শুরু হয় সেই ব্যাপারে কোন ধারণাই তাদের নেই। ফলে যেভাবে নির্দেশ এসেছে সেভাবেই নাকি তারা সূচি তৈরি করেছে। গত দই বছর ধরে স্পোর্টস স্কুলের হাল খুব খারাপ। এই স্কুলকে ফের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে ক্রীড়া দফতর। তাই স্কুলস্তরের আসরগুলির সূচি মূলতঃ স্পোর্টস স্কলের ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে বলে স্কুলের বাইরে যে সব খেলোয়াড়র রয়েছে তাদের স্বার্থের কথা কে ভাববে ? একের পর এক অদূরদর্শী পরিকল্পনার ফলে রাজ্যের ক্রীড়া গিয়েছে। আর এগোতে পারছে না। এই অবস্থায় স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের এই সূচি রাজ্যের খেলোয়াডদের আরও বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে। খেলতে যাবে তারা ? সমস্যায় তাদের

ঝামেলা এড়াতে টিএফএ-র অনুমতি নেওয়ার আবেদন

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. আগরতলা, ৯ অক্টোবর ঃ গোটা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন প্রাইজমানি প্রতিযোগিতা চলছে। তবে ঘটনা হলো, আয়োজকরা এসব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার আগে টিএফএ-র অনুমতি নিচ্ছে না। টিএফএ-র তরফে সচিব অমিত চৌধুরী আবেদন জানিয়েছেন, যাতে আয়োজকরা প্রতিযোগিতা শুরুর আগে টিএফএ-র সাথে আলোচনা করে এবং অনুমতি নেয়। এতে করে প্রতিযোগিতা চলাকালীন কোন ঝামেলার সঙ্কি হলে তা সহজেই মেটানো যাবে। কিন্তু টিএফএ-র অনুমতি না নিয়ে কোনভাবেই এসব ঝামেলার জন্য টিএফএ দায়ী থাকবে না। সচিব অমিত চৌধুরী জানিয়েছেন, করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় ফুটবলকে ফের সচল করে তোলার জন্য আয়োজকরা যে

ভ মিকা নিয়েছেন তা অবশ্যই

অভিনন্দন জানাচ্ছি। রাজ্যের সেরা ফটবলাররা দীর্ঘদিন পর ওই সব প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পেয়েছে এটাই সবচেয়ে বড় কথা। প্রশংসাই যথেই নয়। প্রাশাপাশি এই আশস্কাও করেছেন যে. ঝামেলা সৃষ্টি হলে কি হবে? রেফারির সাথে যোগাযোগ করেন। মলতঃ আগরতলার রেফারিরাই মহকুমায় প্রতিযোগিতামূলক

ম্যাচগুলি পরিচালনা করেন সমস্যা হলো অনেক বেফাবি নাকি আগাম অর্থ নিয়েও ম্যাচ পরিচালনা করতে যান না। এরকম বেশ কিছু অভিযোগ সামনে এসেছে। পরিপ্রেক্ষিতেই টিএফএ আবেদন জানিয়েছে, যাতে তাদের অনুমতি নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন কোন ধরনের ঝামেলাই তখন সহজেই মিটিয়ে দেওয়া যাবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পোশাক বিতরণ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, উপস্থিত ছিলেন পানিসাগ্র আগরতলা, ৯ অক্টোবর ঃ দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে পানিসাগরের স্পোর্টস স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পোশাক বিতরণ করা হলো। এদিন ক্ষুলের হলঘরে এই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পূজা উপলক্ষ্যে নতুন জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে নতুন

চেয়ারম্যান লক্ষ্মীকান্ত দাস মহকুমার স্পোর্টস অফিসার বিভাবসু গোস্বামী, পানিসাগরের এসডিওয়াইপিও রতিকাস্ত ভৌমিক, সমাজসেবী বিবেকানন দাস সহ অন্যান্যরা। মোট ৩৮ প্রশংসনীয়। আমরা তাদের পোশাক তুলে দেওয়া হয়। পোশাক তুলে দেওয়া হয়।

ক্রিকেট

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. আগরতলা, ৯ অক্টোবর ঃ কি সিনিয়র, কি জুনিয়র রাজ্যের প্রতিটি দলেই প্রতিভাবান ব্যাটসম্যানের অভাব। বলা যায়, রাজ্য জুড়েই প্রতিভাবান ব্যাটসম্যানের আকাল সময়ই ছিল। তবে বর্তমান সময়ে এই সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করেছে। সম্প্রতি ভিনু মানকড় ট্রফিতে অনূর্ধ্ব ১৯ দলের ব্যাটিং-র . শোচনীয় হাল আরও একবার দেখিয়ে দিয়েছে যে, রাজ্যের ক্রিকেট মোটেই সঠিক পথে চলছে না। একটি দলের ব্যাটিং লাইনআপকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অলরাউন্ডাররা। এতেই স্পষ্ট যে, ব্যাটিং-র কি শোচনীয় হাল। এক প্রাক্তন ক্রিকেটাব এব জন্য দায়ী করেছেন কোচিং সেন্টারগুলিকে কোচিং সেন্টারগুলি মলতঃ অনধর্ব ১৩ এবং ১৫ ক্রিকেটের লক্ষ্যে ক্রিকেটারদের তৈরি করে। সেই অর্থে নিখঁত এবং টেকনিক্যাল তারা। ফলে বর্তমান কোচিং সেন্টারগুলি থেকে মাঝারি মানের অলরাউন্ডার উঠে আসে। তারা মিডিয়াম পেস কিংবা অফস্পিনের পাশাপাশি কিছুটা ব্যাটিং করতে পারে। অনুর্ধ্ব ১৩ বা ১৫ পর্যায়ে এদের দিয়ে চলে যায়। কিন্তু জাতীয় আসরে জেনইন ব্যাটসম্যানের অভাবে ধুঁকতে হয় রাজ্য দলকে। কয়েক বছর আগেও বিশাল, উদীয়ান-রা উঠে এসেছিল। কিন্তু এখন সেই মানের ব্যাটসম্যানই আর চোখে পড়ে না। গত কয়েক বছর ধরে রাজোর ঘরোয়া ক্রিকেট

বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঠিকভাবে

ঘরোয়া ক্রিকেটও সম্পন্ন হয় না।

এবও একটা প্রভাব পড়েছে। এক

অভিজ্ঞ ক্রিকেট সংগঠকেব বক্তব্য

হলো, বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে

ভিনরাজ্যের কোচদের আনা হয়

রাজ্য দলকে কোচিং করানোর

জন্য। কিন্তু সেই সব কোচরা কখনই

সাফল্য পান না। কারণ সাফল্য পাওয়ার মতো ক্রিকেটারই নেই। বছরের পর বছর ধরে এটা চলে আসছে। অথচ টিসিএ-র বাৎসরিক অর্থ ব্যয়ে কোন কার্পণ্য নেই। ওই ক্রিকেট সংগঠক বলেছেন, রাজ্য দলের কোচ হিসাবে না এনে ওই কোচদের যদি জুনিয়র পর্যায়ের ব্যাটসম্যানদের তালিম দেওয়ার কাজে লাগানো হয় তবে তারা অনেক উপকৃত হবে। ব্যাটসম্যানরা কোচিং সেন্টারগুলিতে সেরকম নিখঁতভাবে শিখতে পারে না। তাদেবকে নিখঁত কবে তলতে পাবে এই ভিনরাজ্যের কোচরা। এখনও

হয়। ওই সংগঠক বলেছেন যে, এই ব্যর্থতা মূলতঃ টেকনিক্যাল কারণে। প্রতিপক্ষ দলগুলি এখন সহজেই বিরুদ্ধ দলের ব্যাটসম্যানদের শক্তি এবং দুর্বলতা জেনে যায়। ফলে ব্যাটসম্যানরা ধারাবাহিকভাবে সাফলা পায় না। আর ক্রিকেটে সাফল্য পেতে হলে কিংবা লড়াই করতে হলে রান করতেই হবে। দুর্ভাগ্য, জুনিয়র থেকে সিনিয়র সবকয়টি দলই শুধমাত্র ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য বছরের পর বছর ধরে ডুবছে। গৌতম সোম (জুনিয়র) বা সমীর দীঘে রাজ্য

ব্যাটসম্যান একটি ম্যাচে ভালো

খেললে পরের তিনটি ম্যাচে ব্যর্থ

দলকে তো সাফল্য এনে দিতে পারবেন না। কিন্তু তাদের যদি রাজ্যের জুনিয়র ক্রিকেটারদের তালিমের কাজে লাগানো যেতো তবে ব্যাটসম্যানরা অনেক সমৃদ্ধ হতো। তবে দুর্ভাগ্য, এখানে কাজের ফলে টানা ব্যর্থতা সত্ত্বেও টিসিএ-র টনক নডে না। অন্যান্য রাজ্যগুলি শুধু ব্যাটসম্যানদের জন্য আলাদা অ্যাকাডেমি গড়ে তুলে। আর এখানে এই সেন্টারগুলি মাঝারি মানের অলবাউন্ডাব ছাড়া আব কিছই তৈবি করতে পারে না। ফলে রাজ্য জড়ে

ক্রিকেটের দুই কর্তার গাড়ি বিলাসিতায় বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে!

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, মাসের সব দিন ডিউটি করে। যেখানে গাড়ি বিলাসিতায় দুই আগরতলা, ৯ অক্টোবর ঃ মুখে নীতি আদর্শের কথা আর বিগত কমিটির কর্তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত আখ্যা দিয়ে যারা রাজ্য ক্রিকেটের ক্ষমতার চেয়ারে ধীরে ধীরে তাদের ক্রিকেটের টাকা লট বা ক্রিকেটের টাকার দেদার খরচের তথ্য সামনে উঠে আসছে। রাজ্য ক্রিকেটের দুই কর্তা নাকি চরম বিলাসিতায় ভাসছেন ক্রিকেটের টাকায় বলে অভিযোগ। সূত্রে খবর, রাজ্য ক্রিকেটের বড কর্তা এতটাই নীতিবান যে ভুয়ো গাড়ির কাগজপত্র জমা দিয়েই নিজে প্রতি মাসে নাকি গড়ে ৭০-৭৫ হাজার ক্রিকেটের টাকা খরচ করে যাচ্ছেন। অভিযোগ বাজা ক্রিকেটেব বড কর্তা যে দামি গাড়ি চডেন সেই গাড়ির কোন বিল জমা পড়ে না। সেই জায়গায় একটা ভুয়ো গাড়ির নম্বরের বিল জমা পড়ে। মজার ব্যাপার হলো, ভয়ো গাড়ির নম্বরের

এখানেই শেষ নয়, প্রায় দিন গাড়ি নাকি কয়েকশো কিলোমিটার দৌড়ায়। পাঠকদের জানা উচিত যে, রাজ্য ক্রিকেটের বড় কর্তা নিজে যে দামি গাড়ি চড়েন তা ৩১ দিনই চলে। কিন্তু ক্রিকেটে বিল জমা পড়ে ভয়ো নম্বরের গাড়ির। আগে নাকি বিল হতো ৬০-৬৫ হাজার টাকা। এখন নতুন গাড়ি তাই বিল ৭০-৭৫ হাজার টাকা। নীতিবান বড় কর্তার এভাবে ভুয়ো গাড়ির বিল জমা দিয়ে নিজের গাড়ির খরচ চালানোর বিষয়টি নাকি দারুণভাবে গ্রহণ করেছেন ছোট কর্তাও। রাজ্য ক্রিকেটের আবেক নীতিবান এই ছোট কর্তা যে গাড়ি চড়েন এই গাড়ির বিল নাকি এখন ৪৫-৫০ হাজার টাকা। অর্থাৎ রাজ্য ক্রিকেটের দুই কর্তার জন্য শুধুমাত্র গাড়ি ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে খরচ প্রায় সোয়া লক্ষ যে বিল জমা পড়ে সেই গাড়ি নাকি টাকা। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, লক্ষ টাকা উভিয়ে যাচ্ছেন?

কর্তার জন্য মাসে ক্রিকেটের খরচ প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে সেখানে অন্য খাতে যেন কত টাকা উডছে। কয়েক জন ক্রিকেট কর্তা বলেন, দুই জনের জন্য মাসে যদি সোয়া লক্ষ টাকা শুধু গাড়ি ভাড়া বাবদ খরচ হয় তাহলে বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। এখন প্রশ্ন, রাজ্য ক্রিকেটে খেলাধুলা বন্ধ। কোন মাঠেই ক্রিকেট হয় না, মহকুমাতে ক্রিকেটে তালা। এই সমযে কেন বা কিভাবে শুধমাত্র দই কর্তার গাড়ির খরচ মাসে প্রায় সোয়া লক্ষ টাকাং ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, যারা মুখে নীতির কথা বলেন, যারা সং সেজে থাকাব কথা বলেন যাবা বিগত কমিটির কর্তাদের অসৎ বলে মস্তব্য করেন তারা কোন নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে শুধুমাত্র গাড়ি ভাড়া বাবদ বছরে ক্রিকেটের প্রায় ১৫

স্বল্লাধিকারী, প্রকাশক, মূলক ও সম্পাদক **অনল রায় টোধুরী** কর্তৃক চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, অগিরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ব্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। **ক্ষোন** হ**ে০৮১)** ২৬৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

